ञর্ধমাত্রা, নাদ ও বন্িদু

"অর্ধমাত্রা" - পদরে যথার্থ তথা সর্বচেচ্চ ব্যাখ্যা: নাদ, বন্দু, কলা এবং মনচান্মনী তত্ত্ব বশি্লযেণ:-

" ত্বং অক্ষরে নেত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থতা। অর্ধমাত্রা স্থতা নতি্যা যানুচ্চার্যা বশিষেতঃ॥ "
(শ্রীশ্রী দুর্গাসপ্তসতী)

অর্থ: হে দেবী পার্বতী, অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মরে আদমিতম রূপ প্রণব ওঙ্কাররে তনি মাত্রায়. (অ, উ, ম) সাক্ষাৎ আপনি স্থিতা। সেই মহা প্রণবরে তনি মাত্রার মহাপ্রকৃততি লেঘ. পাবার পরওে যে সূক্ষ্ম, নতি্য, অব্যক্ত, অগম্য এবং অনুচ্চার্য্য অর্ধমাত্রা বিদ্যিমান থাকে, তাহাও আপন।

" অনুচ্চার্যা অর্ধচন্দ্ররোধনি্যাদধি্বন্যষ্টকরুপা " (গুপ্তবতী টীকা) □□বিস্তারতি ব্যাখ্যা -

□অর্ধমাত্রা -

সাধারণ দৃষ্টতিে বন্দু ও নাদ কে একত্র েঅর্ধমাত্রা বলা হয়। কন্তু তন্ত্র রে আরো উচ্চ কটেরি পর্যায়ে এই অর্ধমাত্রাক ে আরো বসি্তারতি ভাবে ব্যাখ্যা করা হয. ८ थाक ८। আজ্ঞা চক্ররে উপর েবন্দু। থকে েঅর্ধচন্দ্র হয় েনরি ােধকাি (রোধনী), নাদ, নাদান্ত (মহানাদ), শক্ত, ব্যাপনী (আঞ্জা কলা) ও সমনী (অনাশ্রয.) - মহাপ্রণবরে এই আটট**ি সূক্ষ্ম মাত্রাই অর্ধমাত্রা হসিবে** েঅভহিতি। অর্ধমাত্রার চযে.ে সূক্ষ্মতর ক<mark>ােনাে কছিুর অস্ত</mark>তি্বই ত্রভিুবনে নেইে, যা " অর্ধমাত্রা পরাসূক্ষ্মা " ইত্যাদি আগম বাক্য দ্বারা সদি্ধ। এই প্রত্যকে অর্ধমাত্রা সাক্ষাৎ সইে উমারই বােধক। অ, উ, ম ক্ষরণশীল, ইহা ক্ষর কনি্তু অর্ধমাত্রা অক্ষর, নতি্য, যার কােনাে ক্ষরণ নইে। এই অর্ধমাত্রা এর ভদেন যোগীগণরে নকিটও সরল নয়। তন্ত্রান্তরে আজ্ঞা চক্ররে উপরে স্থতি এই অর্ধমাত্রা সমূহরে নাম হল যথাক্রমে - বন্িদু, কলাপদ , নবি ােধকাি, অর্ধচন্দ্র, নাদ, নাদান্ত, উন্মনী, বিষ্ণুবক্ত্র, ধ্রুবমণ্ডল ও শবি। এই দশটি মাত্রা এবং মূলাধারাদিছিয.টি চিক্র মলিে হেয়. - ষােড.শাধার। তাছাড়া তন্ত্রান্তরে দ্বাদশাধার এরও উল্লখে পাওয়া যায়. - ব্যােম, অগ্ন,ি বামলােচনা, বন্িদু, অর্ধচন্দ্র, নরিবোধকাি (রবোধনীি), নাদ, নাদান্ত (মহানাদ), শক্ত,ি ব্যাপনীি, সমনী (অনাশ্রয.) ও উন্মনী।

[হ্রস্ব স্বররে উচ্চারণ কালকইে সাধারণত মাত্রা বলা হয়। ১ মাত্রা = ২৫৬ লব। সুতরাং, মাত্রার ১/২৫৬ অংশকলেব বলা হয়। সমনীর উচ্চারণকাল ১ লব বা মাত্রার ১/২৫৬ অংশ।]

□বন্দু তত্ত্ব / ইন্দু / পূর্ণচন্দ্র -

দ্বতৈ শবৈতন্ত্র এবং অদ্বতৈ শবৈ ও শাক্ত তন্ত্র বেন্দুর ধারণার মধ্য কেছুটো পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিসির্গরে দ্বতীয় বিন্দুই এই অর্ধমাত্রার প্রথম স্তর বিন্দু হিসবে অভহিতি, তন্ত্রান্তর ইহারই নাম কলোস শবি। এই বিন্দু ললাট ভাগ,ে আজ্ঞা চক্ররে উপর অবস্থতি। এই বিন্দু দীপকরে / প্রদীপরে ন্যায়. উজ্জ্বল ও গালোকৃতি - " দীপাকারা অর্ধমাত্রশ্চ ললাট বৃত্ত ঈষ্যত ে" | হ্রস্ব স্বররে উচ্চারণ কালকইে মাত্রা শব্দ অভহিতি করা হয়। আর এই বিন্দুর

উচ্চারণকাল উহার অর্ধকে (১/২ মাত্রাংশ), সুতরাং বন্দুই প্রাথমকি অর্ধমাত্রা। এই বন্দু কাটে সূর্য প্রভার সমতুল্য। এই বন্দুর মধ্য দেশ কাটে যিলেজন বস্তর পদ্ম বদ্যমান । এই পদ্মরে কর্ণিকায় ভগবান শান্ত্যতীতশ্বের শবি বরাজমান, যার পাঁচ মুখ, দশবাহু, যার বাম ভাগ অবস্থতাি শক্ত হিলনে - শান্ত্যাতীতা, যনি বিাক্য ও মনরে অগাচের, চারপাশ বেষ্টন কর েরয়ছে বোক চিার কলা নব্ত্ত, বিদ্যা, প্রতষ্ঠা ও শান্ত কিলা। ইহারা প্রত্যকেইে পঞ্চমুখ ও দশভুজ বশিষ্ট, মাথায় প্রত্যকেরে শাভো পায় চন্দ্রকলা। এই বন্দুই পূর্ণচন্দ্র প্রতীক বোধতি হয়। আজ্ঞাচক্ররে পর বন্দুস্থানই যাগী ও জ্ঞানী-সাধকরে তৃতীয়- চক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু, যে তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞানচক্ষু আমরা লক্ষ্য কর দিবে বা দবীদরে (কপালরে) মধ্য।ে নাদরে সংঘট্ট রূপই হল বন্দু।
[প্রসঙ্গক্রম বেল রোখ, বিসির্গরে প্রথম বন্দুর অবস্থান সহস্রাররে উর্ধ্বদশে।

□অর্ধচন্দ্র -

বন্দুর পর আসে অর্ধচন্দ্র বা অর্ধন্দু। বন্দু অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্ররে অর্ধকে ভাগ দ্বারাই ইহা নর্মিতি তাই ইহার আকৃত অির্ধচন্দ্রাকৃতি, ইহাও প্রদীপরে ন্যায. উজ্জ্বল। ইহার উচ্চারণকাল মাত্রার ১/৪ অংশ অর্থাৎ বন্দুর সাপকে্ষ ইহা অর্ধমাত্রা। জােৎস্না, জােৎস্নাবতী, কান্তি, সুপ্রভা ও বমিলা - অর্ধচন্দ্ররে এই পাঁচ কলা বদ্যমান।

তারপর রােধনী অবস্থায় উচ্চ কােটেরি আত্মা এস উপনীত হন। ইহা ব্রহ্মা
ইত্যাদি বিভিন্নি দবেতাদরেক পেরমতত্ত্ব মহাবন্দু পরমশবি এর দকি েঅগ্রসর
হত বােধা প্রদান কর জেন্যই এই স্তররে নাম নরিােধকাি। ইহা চন্দ্রাতপ অর্থাৎ
জােৎস্নার ন্যায় এবং ত্রকিােণ আকৃতরি। আবার কহে কহে ইহাক েঅগ্নশিখাি সদৃশ
উপলব্ধ কিরনে। ইহার উচ্চারণ কাল মাত্রার ১/৮ ভাগ অর্থাৎ অর্ধচন্দ্ররে
সাপক্ষে ইহা অর্ধমাত্রা। সম্মাহেন তন্ত্র মত ইহা বােধনীি শব্দ বােচতি
হয়ছে।ে ইহা গান্ধারী রাগ সমন্বতি। এই নরিােধকাির পাঁচটি কিলা হল - বন্ধনী,
বােধনীি, বাাধা, জ্ঞানবাাধা ও তমােপহা। আবার তন্ত্রান্তর,ে এই নরিােধকাি
বহ্নকিলা রূপ সেহস্রার পদ্ম অবস্থতি নরি্বাণ কলার নীচ েস্থতি।
□নাদ -

এই রাধেনী-অবস্থা ভদে ক'রে সোধক ক্রমশঃ নাদ ভূমতি প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার আকৃতি দুই বন্দুর মাঝা ঋজু রখো সদৃশ (শবে আকৃতরি)। তন্ত্রান্তর ইহা অর্ধচন্দ্রাকৃত এবং পদ্মরাগ মণরি ন্যায় কান্তবািন, বর্ণ পদ্মকশেররে ন্যায় এবং কােটি সূর্যরে ন্যায় ইহা উজ্জ্বল। তন্ত্রান্তর এই নাদরে দীপ্ত বিলরামরে ন্যায় শুভ্র ও চন্দ্রামৃতরে ন্যায় - " বলধবলসুধাধারসন্তানহাসী " | সম্মাহেন তন্ত্র মতে, " ইন্দুর্ললাটদশে চে তদূর্ধ্ব বােধনী স্বযম্ | তদূর্ধ্ব ভাত নািদাহেসাবর্দ্ধচন্দ্রাকৃত পিরঃ " |

এই নাদ পঞ্চকলাময., ইহারা যথাক্রমে - ইন্ধকাি, দীপকাি, রােচকাি (বনৈ্দব), মােচকাি ও উর্ধগা। ইহারা চারপাশ অসংখ্য ভুবন দ্বারা পরবি্যাপ্ত। মধ্যভাগ এক অর্বুদ যােজন বসি্তৃত, কােটি চিন্দ্রপ্রভার সমতুল্য এক পদ্ম বিদ্যমান, যার কর্ণকািয় অবস্থান করছনে কােটি চিন্দ্ররে ন্যায় কান্তবািন ত্রনিত্র, পঞ্চবক্ত্র, ত্রশিূল ও জটাজুটধারী উর্ধ্বগামী ভগবান শবি এবং তাঁর ক্রােডি বেদ্যমানা রয়ছেনে তাঁর শক্তি উর্ধ্বগামনিী ভগবতী। নাদরে উচ্চারণকাল মাত্রার ১/১৬ অংশ।

" তদূর্ধ্বে চন্দ্রার্ধস্তদুপরি বিলিসৎ বিন্দুরুপি মিকারস্তদূর্ধ্বে নোদাহেসটো বলধবলসুধাধারসন্তানহাসী " | --- তন্ত্রান্তরে এই নাদরে অতরিক্তি অপর আরো একটি নিাদ বিদ্যমান , যার অবস্থান আজ্ঞা চক্ররে কুটস্থ বীজ ওঙ্কাররে উর্ধ্বভাগাে আজ্ঞা চক্ররে ত্রিকাণে ভাগাে প্রাথিতি ইতরাখ্য/শুক্লাখ্য লঙ্গিক বেরহ্মসূত্ররে ন্যায় পাঁচযি রেয়ছে ে অন্তরাত্মা স্বরূপ প্রণব, যা অকার এবং উকার দ্বারা নর্মিতি। ইহার উর্ধ্বভাবে সেই নাদ অবস্থতি, যার আকৃতি অর্ধচন্দ্ররে ন্যায়। এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি নাদরে উর্ধ্ব অবস্থতি বিন্দু, যা প্রকৃতপক্ষ বেন্দুরূপি মিকার। এই বিন্দু এবং উপর বের্ণতি বিন্দুতত্ত্ব অভনি্ন, ইহাই শাস্ত্ররে মীমাংসা।

□নাদান্ত বা মহানাদ -

" তদূর্ধ্বে চে মহানাদাে লাঙ্গলাকৃতরিুজ্জ্বলঃ " |

ইহা বিদ্যুতরে ন্যায. দীপ্তমান, ইহা হলাকৃত/লাঙ্গলাকৃত। ইহার অবস্থান ব্রহ্মরন্ধ্র। ইহার দক্ষণিভাগ বিন্দু সংযুক্ত। ইহার উচ্চারণকাল মাত্রার ১/৩২ অংশ। এই সূক্ষ্ম স্তরে এসে নোদও লয.প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রান্তরে ইহাই উর্ধ্বগা হসিবে খ্যাত। আজ্ঞাচক্ররে ছবতি প্রণবরে বিন্দুর উর্ধ্ব যে খণ্ডতি অর্ধচন্দ্ররে মত প্রতকৃতি দিখেত পোওয়া যায. উহাই হল - এই নাদান্ত। ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থতি নিরালম্বপুরীর ব্রহ্মবলি প্রস্ফুটতি কমল এর পাঁপড.ইি যনে হলাকৃত/খণ্ডতি অর্ধচন্দ্রাকৃত ভাবে কেটে নেমে এসছে আজ্ঞা চক্র ,ে সে সেখোন পুরুর আজ্ঞার জন্য অপকে্ষারত, ইহাই সাধকরে উপলব্ধ। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম শবিস্বরূপ গুরু যখন আজ্ঞা করবনে, তখনই যগেগীর আত্মা এস গোঁথব সেই হল, গুরুর আজ্ঞা স্বরূপ সই হল ধরইে সাধক পটোঁছাবে নেরালম্বপুরীর সইে ব্রহ্মবলি (১১ কটে অর্বুদ যগেজন বস্তৃত), সখোনই স্থতি রযছেনে ব্রহ্মশবি। তব সেই পরমব্রহ্ম পরমশবিরে সাথ সোধকরে সাক্ষাৎকার এখন বাক।

□শক্ত িএবং ব্যাপনীি -

ব্রহ্মবলিরে উর্ধ্বে রেয়ছে শেক্তধািম। দুট বিন্দুর মধ্যে বাম দকিরে বন্দুর উপরভািগ হত সেলাে একট ডির্ধ্বগামী রখাে অঙ্কন করল ে, তা হব েএই শক্তিি তত্ত্বরে আকৃত। এই শক্তধািমই হল সমগ্র ভুবনাধ্ব এর আধার। এর চারদকি ে অবস্থান করছ সেক্ষ্মা, সুসূক্ষ্মা, অমৃতা ও মৃতা। এই চার শক্তরি মাঝা অবস্থতি ব্যাপনীি/ ব্যাপকাি, যার আকৃত অিধঃমুখ ত্রভিছুজেরে ন্যায় যার নিম্নশীর্ষ বন্দু সংযুক্ত। এই ব্যাপনীি ক পেঞ্চমুখ ও ত্রনিত্রেধারনি হিসিবে কেল্পনা করা হয়ছে আগম।ে ব্যাপনীিকই তন্ত্রান্তর আঞ্জী কলা নাম বোধতি করা হয়ছে,ে ইহা যাগোগিণরে নকিট অত্যন্ত প্রিয়। শক্তরি উচ্চারণকাল - মাত্রার ১/৬৪ ভাগ এবং ব্যাপনীির উচ্চারণকাল মাত্রার ১/১২৮ ভাগ।

□ সমনী / সমনা -

ব্যাপিনী শক্তরি উর্ধ্ব অেবস্থতি সর্ব কারণরে কারণ সমনা। কালরে অন্তমি পর্যায় হল এই সমনা। ইহার উচ্চারণকাল মাত্রার ১/২৫৬ ভাগ। উপর এবং নীচ স্থিতি দুইটি বিন্দুর মাঝা অঙ্কতি ঋজু রখো - ইহাই সমনার আকৃতি। মায়াণ্ড, প্রকৃত্যণ্ড, শাক্তাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদরি ভরণ পােষণ ইহাই কর।ে ইহার দ্বারাই পরমশ্বর শবি পঞ্চকৃত্যসম্পন্ন করা থাকনে। ইহাই কারণ শক্তি। শক্তি হিতা সমনা পর্যন্ত স্থানরে কান্তি নিব উদতি ১২ আদতি্যর ন্যায়।কাল ও মনরে অন্তমি সীমা এই সমনী পর্যন্তই, তাই ইহাকইে তন্ত্রান্তর মনােন্মনী বলা হয়ছে।ে ইহাকইে আবার তন্ত্রান্তর অনাশ্রয় বলা হয়ছে, যাহত অনন্ত, অনাথ, অনাশ্রতি ইত্যাদি তিত্ত্ব লয় পায়। আবার কাহারাে মতাে এই সমনীই হল - কালসংকর্ষণী, মাতৃসদ্ভাবরে প্রথম

স্পন্দন বা সৃষ্টকিালী (সৃষ্ট চিক্র)ে অথবা মহাভরৈবঘােরাগেরচণ্ডকালী (অনাখ্য চক্র)।

□উন্মনা/ উন্মনী -

একটি বিন্দুর উপর সোজো উর্ধ্বমুখী রখো টনে দেলি যথে প্রতকৃতিরি সৃষ্টি হিয় সটেই উন্মনীর আকৃত। ইহার প্রকৃতপক্ষ কোনো আকার নইে বললইে চল,ে ইহা মাত্রাতীত, আবার তন্ত্রান্তর ইহার উচ্চারণকাল মাত্রার ১/৫১২ অংশ। ইহা কালাতীত। মনরে লয় এখান এস ঘেট জেন্য ইহার নাম উন্মনা। ইহাই পরম নরিবাণ স্থান। ইহা নরািকার। তন্ত্রান্তর ইহাই অদ্বতৈ রুদ্রবক্ত্র বা অদ্বতৈ ভরৈবীয় মুখ (অব্যক্ত সপ্তম মুখ) হসিবে পেরচিতি, ইহাই পরমশ্বেররে নরি্বকিল্প নরিঞ্জন শক্ত। ইহাই অনাখ্য অবস্থা, ইহাই কালসংকর্ষণী তত্ত্ব, কারণ উন্মনা কালরে অতীত, মহাকালরেও অতীত। তন্ত্রান্তর উন্মনা স্তরকতে মনােন্মনী হসিবে অভহিতি করা হয়ছে।

তন্ত্রান্তর েউন্মনীই সইে সপ্তদশী বমিলা কলা/অমাকলা/হার্ধকলা, পরাকুণ্ডলিনী স্বরূপা।

ত্রকি শবৈচোর্য শ্রী অভনিবগুপ্ত তাঁর 'পরাত্রংশিকাি ববিরণ' এ' ব্যাখ্যা করছনে - "অমতীত অিমা, অ-মা-ইত, অবিদ্যমানং মা-মানং, নিষধিঃ নিত্যাদেব্যাৎ সংহারশ্চ যত্র সা ভগবতী অমা ইত উত্যত ে। হৃদয়স্থা তু যা শক্ত কিলৈকীি কুলনায়কাি...." অর্থাৎ অমাকলাই (উর্ধ্বকুণ্ডলনিী সপ্তদশীকলা) সাক্ষাৎ ভগবতী পরাশক্তরি বাচক। হৃদয়াস্থতাি (পরমশ্বেররে) সইে শক্তই কিলৈকীি, কুলনায়কাি নাম অভহিতি হন।

ত্রকি শবৈাচার্য ক্ষমেরাজ বজি্ঞান ভরৈব তন্ত্র/৯১নং শ্লাকে এর টীকায় ব্যাখ্যা কবছনে -

পরমশে্বররে এই বসির্গ শক্তইি সাক্ষাৎ সপ্তদশীকলা। (শক্তসিঙ্গম তন্ত্র মততে সপ্তদশী কলা উর্ধ্বকুণ্ডলনী হসিবে পেরচিতি।) ইহা সাধকরে মনরে ভাব ও যােগরে দ্বারা অষ্টাদশীকলায় রূপান্তরতি হয়। অন্যদকি 'অকার' সাক্ষাৎ অনুত্তর তত্ত্ব পরাভরৈবস্বরূপ অদ্বতিযি. ব্রহ্মস্বরূপ। অকুল (বা অকুলাতীত) আদনািথরে এই বসির্গ শক্তকিইে পরাশক্তি ও কালৈকি শিক্ত বিলা হয় থােক, যাের থকে সেমগ্র জগৎ জাত হয়।।

উন্মনীর দুট ভিদে রয.ছে ে- নরি্বাণকলা ও বর্ণাবলী, কনেনা মালা বর্ণরে মানসকি জপরে দ্বারাই একমাত্র নরি্বাণ সম্ভব, সইে নরি্বাণ প্রদায.িনী হলনে এই উন্মনী। □মহাবন্দু/পরবন্দু-

"পরশবিরবকিরনকিরে প্রতফিলত বিমির্শদর্পণ বেশিদ । প্রতরিচুরিরে কুণ্ড্য চেত্তিময়নে নবিশিত মেহাবন্দুঃ || "

অর্থাৎ পরমব্রহ্ম পরমশবি অনুত্তর ভট্টারক যখন সূর্যকরিণতূল্য নজিরে প্রকাশময্তাক নেজিরেই বমির্শময়ী হৃদয়-দর্পণ বো চতি্ত প্রতফিলতি করনে তখন সেইে দর্পণচতি্ত মেহাবন্িদুর অবরি্ভাব হয়।

ইহাই সাক্ষাৎ বসির্গরে আদি রূপ, যা হত বেসির্গরে সৃজন হয., কাহার াে মত ইহার স্থান সহস্রাররে একদম উর্ধ্ব শেঙ্খিনীি নাড.রি শিষে প্রান্ত আবার কাহার াে মত হেহার স্থান দ্বাদশান্ত অর্থাৎ শিখা ভাগরে প্রান্ত দশে।ে ইহাই সাক্ষাৎ মহাত্রপুরাসুন্দরী বা শবিকামাসুন্দরী বা উমা হমৈবতী বা মাতৃসদ্ভাব, ইনইি পরমব্রহ্ম স্বরূপিনীি, পরমশবিরে বিমির্শ হৃদ্য. স্বরূপিনী। আবার ইহাকটে নটরাজ/চদিম্বর ক্ষতে্র হসিবে কেল্পনা করা হয. শ্রীচক্ররে একদম কন্েদ্র বিন্দুত।ে তন্ত্র ইহাক সেকল নিষ্কল এর অতীত, শবিপদ বা পরমব্রহ্মপদ বলা

হয়ছে। ইহা হতইে বসির্গরে প্রথম বন্দুর সৃজন ঘট।ে ইহাই মহাকামকলা স্বরূপা।

শবি যাগীর ধ্যানলদ্ধ উপলব্ধতি ইহাই অষ্টদশীকলা হসিবে প্রতভাত হয়।

□□পরবন্দু হত নোদরে উৎপত্ত এবং তা হত সেমগ্র সৃষ্টরি উৎপত্ত ি

অদ্বতৈ শবৈ তন্ত্র মত মেহাবন্দু ---- বন্দু বসির্গ ---- কামকলা এর সৃষ্ট ি

বশিষ্ট পরমশবি) যখন নজি অর্ধাঙ্গিনী অভন্না বমির্শ হৃদয় দর্পণ স্বরূপা

মহাবন্দুক অর্থাৎ পরাশক্তকি বেলিটোকন (দৃষ্টিপাত) করনে, সইে মুহূর্তইে তনি
(পরমশবি) বন্দুস্বরূপ (চন্দ্রস্বরূপ শুক্লবন্দু, অ-কার) ধারণ করনে। সইে চন্দ্র
(ইন্দু) স্বরূপ বন্দুত প্রবশে পূর্বক সইে পরাশক্ত নিজিওে রক্তবর্ণরে বন্দু (হকার, অগ্নস্বরূপ রক্তবন্দু) স্বরূপ ধারণ করনে। এই শুক্ল বন্দু এবং রক্ত বন্দু
কইে একত্র বেল বেসির্গ/ বসির্গ শক্তি, ইহাই তন্ত্রান্তর হোর্ধকলা পদ বাচ্য।
এই দুই বন্দুর মিলনরে দরুন উৎপন্ন স্ফীত বন্দুই হল উচ্ছুন বন্দু, ইহাই কামকলা
(অ+হং=অহং পদ বাচ্য)।

শারদাতলিক তন্ত্র মতে , পরমশবি ে সুপ্ত বিমর্শময়ী ইচ্ছাশক্তরি স্ফূরণ হওয়ার ফল েনাদ (পরানাদ) উৎপন্ন হয় এবং তা হত ে পরাশক্তরিপণী পরাবিন্দুর উৎপত্তি হয়। সেই পরশক্তমিয় পরমবিন্দু পুনরায় ত্রধাবিভিক্ত হয় বেন্দু (অপরা), নাদ ও বীজ নাম ে অভহিতি হয়।

এই মহাবন্দুই হচ্ছনে জ্যাতের্মিয় পরমশে্বর। সুতরাং দখো যায়, বন্দুই মহামায়া, মহাপ্রকৃত,ি পরমশে্বরী কামকলা-কুণ্ডলিনী, আবার পরমশে্বরও, সইে কারণইে শবি আর শক্তকি শেবৈ দর্শন অভিন্ন ধরা হয়।।

□□দ্বতৈ শবৈতন্ত্র মতে বেন্দুর ব্যাখ্যা ও জগৎরূপে প্রসার -

চিৎরূপা (চতৈন্যস্বরূপা) শক্তি-ব্যতীত পরমশবিরে আর একটি অচিৎরূপা শক্তি আছি, যার নাম পরবন্দু। এই বন্দুর অপর নাম মহামায়া কারণ ইহা মায়ার ন্যায় জড় নয়। এই মহামায়ার নাম চিদাকাশ বা কুণ্ডলিনীও। চিৎরূপা-শক্তি সিক্রিয়ি, ইহার প্রভাব বেন্দুরূপা পরগ্রহ শক্তিতে (পরগ্রহ শক্তি বিলত বেন্দু বা মহামায়া বা চিদাকাশ বা কুণ্ডলিনীশক্তকি বোঝানাে হয়ছেে) ক্যােভ (স্পন্দন) হয়। এই লহরীই বাইরে নাদ ও জ্যােতিঃরূপে প্রকাশ পায়। নাদ প্রকাশতি হয় বাক্রূপ এবং জ্যােতির প্রকাশ হয় অর্থ-রূপ।ে বাক্-এর আবর্ভাব ক্রম হল পরা, পশাস্তী, মধ্যমা ও বখৈরী। এইভাব বেন্দু বক্ষুব্ধ বা স্পন্দতি হল হেয় নাদ বা কারণশব্দরে (প্রণবরে) সৃষ্ট ও বিকাশ। পূর্ণ পরমশে্বররে স্বতন্ত্রশক্তরি সাহায্যইে পরবন্দু (কুণ্ডলিনী) বক্ষুব্ধ বা স্পন্দতি হয়। বন্দু অব্যক্ত অবস্থায় অস্পদ বা স্পন্দহীন, অর্থাৎ কম্পনহীন। বন্দুর এই অব্যক্ত-অবস্থাক আমরা পরাবাক বলি। পরাবাকরে পররে স্তর পশ্যন্তী। পশ্যন্তীর পর মধ্যমা। মধ্যমার পর বখৈরী। বন্দুর তনি রূপে □ঈড়া পিঙ্গলা ও সুযুম্মার অধপিত অিগ্নি সামে ও সূর্য। অগ্নরি স্পর্শ সোম (চন্দ্র) আসলি সোম হত কেষ্রণ হয়। সেই ক্ষরণ হত অনন্ত প্রকাররে সৃষ্টি হিয়।

□শবৈ তন্ত্রইে আরাে বস্তারতি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।পরমব্রহ্ম পরমশবিরে ইচ্ছা শক্তরি দরুণ পরাবন্দুময়. (supreme bindu) সইে অব্যক্ত অবস্থা ক্ষােভিতি হয়। সখােন থকেে প্রকটতি হয় পরানাদ (সূক্ষ্ম শাস্ত্র জ্ঞান স্বরূপ)। সইে পরানাদ থকেে প্রকটতি হয় কুজাকৃতি বিক্র বন্দুতত্ত্ব (অপরা বন্দু), যার প্রভা শরংচন্দ্ররে ন্যায়। এই বন্দু পুনরায় পরশবিরে ইচ্ছা শক্তি দ্বারা ক্ষােভিতি হন এবং খণ্ড চন্দ্রাকৃতি আকৃতি লাভ করনে। সইে খণ্ড চন্দ্রাকৃতি বিন্দু থকেে প্রকটতি হয় চারটি শিক্তি -

১. অম্বিকা শক্ত, ২.বামা, ৩. জ্যষ্ঠো এবং ৪. রাদেরী শক্ত। তাছাড়া, সইে শুদ্ধমায়া স্বরূপ বন্দু থকে আের ে ১৬ প্রকার শক্ত প্রকটিত হয় - ১. জয়া, ২. বিজয়া, ৩. অজতাি, ৪. অপরাজতাি, ৫. নবৃত্ত, ৬. প্রতিষ্ঠা, ৭. বিদ্যা, ৮. শান্ত, ৯. ইন্দকাি, ১০. দীপকাি, ১১.র েচিকাি, ১২. ম েচিকাি, ১৩. ব্যমেরূপা, ১৪. অনন্তা, ১৫. অনাথা এবং ১৬. অনাশ্রতাি। ৩৬ তত্ত্বরে প্রথম তত্ত্ব শবি তত্ত্ব থকে শেষতম তত্ত্ব পৃথবীি তত্ত্ব পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব এই ১৬ প্রকার শক্তরি দ্বারাই ব্যাপ্ত। এই ২০ প্রকার (৪ + ১৬ = ২০) শক্তরি দ্বারাই ৫০ প্রকাররে মাতৃকা বর্ণ নর্মিতি।

তাই দ্বতৈ শবৈ দর্শন মতে এই বন্িদুই হল জগতরে প্রকৃত উপাদান কারণ। (নাদ ও বন্িদু সম্পর্ক েআরাে বসি্তারতি ব্যাখ্যা গুরুগম্য।)

